আজকের কাগজ

তারিখ ... 17 JAN 1996 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হত্যার বিচার!

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা; ছাত্র-ছাত্রী ও কর্মচারিরা গতকাল অর্থনীতি বিভাগের তরুণ শিক্ষক নুবান আহমেদ হত্যার বিচারের দাবিতে পুনরায় মৌন মিছিল করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কনভোকেশন শোভাযাত্রা করার কথা কিন্তু এখন তাদের সহকর্মী হত্যার বিচার দাবিতে প্রকাশ্যে শোভাযাত্রা করতে হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পেশ করতে হচ্ছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে শিক্ষকরা স্মারকলিপি দেবার জন্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পর্যন্ত যেতে পারেননি সুতরাং প্রধানমন্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রকাশ্যে স্বাগত জানাননি তবে তাদের পাঁচজন প্রতিনিধি পুলিশ প্রহরায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পর্যন্ত যেতে পেরেছিলেন স্মারকলিপি পৌঁছে দিতে। প্রধানমন্ত্রী ভিভিআইপি, তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সুতরাং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-ছাত্র-কর্মচারিরা বাংলামোটর অতিক্রম করতে পারেননি সেখানেই নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তাবেষ্টনী ঐ শোভাযাত্রাকে বাধা দেয় এবং শিক্ষক সমিতির ৫ জন প্রতিনিধি বাদে বিশাল শোভাযাত্রাটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যেতে হয়। নুবান হত্যাকাণ্ডের পর অনেকদিন কেটে গেলো কিন্তু এখন পর্যন্ত তাকে হত্যার অভিযোগে কেউ গ্রেফতার হলো না, উল্টা শিক্ষক সমিতির নেতাদের হত্যার হুমকী দেয়া হচ্ছে। একাত্তরে পাকিস্তানিরা মুক্তিযুদ্ধের শুরু ও শেষে যেভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পাইকারিভাবে হত্যা করেছিলো সেভাবেই আবার পাইকারি শিক্ষক হত্যার হুমকি আসছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজে নুবান এর চিকিৎসা বিভ্রাট সম্বন্ধেও অভিযোগ উঠেছে।

বর্তমান সরকারের সর্বশক্তিমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আমলে কয়টি খুনের বিচার হয়েছে? নুবান হত্যারও কি বিচার হবে? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র-কর্মচারিরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে নুবান হত্যার বিচার চেয়ে স্মারকলিপি পেশ করেছেন কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কি তার দলের এবং জাসদের নেতা জাহিদ হোসেন চুন্নুর মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্যে যে বা যারা দায়ী তাদের কোনো বিচারের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন? এ ব্যাপারে কে অধিক ক্ষমতাশালী প্রধানমন্ত্রী না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র-কর্মচারিরা শুধু প্রধানমন্ত্রীর কাছে নয় যদি সঙ্গে সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছেও স্মারকলিপি পেশ করতেন তা হলে হয়তো নুবান হত্যাকাণ্ডের রহস্য উন্মোচিত হতে পারতো। যদি ক্ষমতাসীন দল বা অঙ্গসংগঠনের কোনো সন্ত্রাসী বা মাস্তান নুবান হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত না থেকে থাকে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নুবান আহমেদ যেভাবে বিপদমুক্ত ঘোষিত হয়েও বাঁচতে পারলো না তেমনি নুবান হত্যার বিচার দাবি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ না আবার পাইকারি খুনের শিকার হন সে আশংকাও অমূলক নয়।